বানিজ্যিক ঋণ মূল্যায়ন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

Evaluation of Commercial Credit and Risk Management

৭

ব্যাংক মূলতঃ সমাজের মানুষের আয়ের উদ্বৃত্ত অংশ সংরক্ষণ এবং সংরক্ষিত উদ্বৃত্ত অংশ মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনে (ব্যবসা, কৃষিকাজ, শিল্প কারখানা স্থাপন, মৎস্য উৎপাদন, কৃষি ভিত্তিক বিভিন্ন শিল্প ইত্যাদি খাতে) অর্থ সহায়তা প্রদান করে থাকে। এই সংরক্ষণ ও সহয়তা প্রদানের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কিছু অর্থ (সুদ) প্রদান ও গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আর মানুষের উদ্বৃত্ত এই অর্থ লেনদেনের ক্ষেত্রে যেন অর্থ সংরক্ষণকারী ও অর্থ সহায়তাকারীর স্বার্থ কোন রকম ঝুঁকির মধ্যে না পড়ে সেই জন্যে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। অর্থ সহায়তা গ্রহণকারী (ঋণ গ্রহীতা) তার গৃহীত অর্থ লাভ (সুদ) সহ ফেরৎ দেওয়ার সক্ষমতা বিবেচনা করে ঋণ প্রদান, ঋণের গুণগতমান নির্ধারণ, ঋণের বিপরীতে গৃহীত জামানতের ক্ষেত্রে সকল রকম ঝুঁকির বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে। আর অর্থের এই প্রবাহ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট বা ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এর উদ্ভব হয়েছে।

বানিজ্যিক ঋণ অনুরোধসমূহের পরিমানযোগ্য বিশ্লেষণের জন্য এই ইউনিটে চার ধাপের পদ্ধতি পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে। এই পদ্ধতিগুলো একত্রীভূত করা হয় একটি উদ্দেশ্যে। ম্যানেজমেন্ট এর নিয়মানুযায়ী করণীয় কাজসমূহ ও সেই সাথে আর্থিক তথ্য ঋণযোগ্যতা নির্ধারণের সময় সাধারণত যেসব বিষয়সমূহ দেখা যায় সেগুলোর উপর এই চার ধাপের পদ্ধতি ফোকাস করে। এই চার ধাপের পদ্ধতি অনুসরনের ফলে একজন ঋণগ্রহীতার চরিত্র এবং আর্থিক দায়িত্বসমূহের ইতিহাস সম্পর্কে গুণগত তথ্য পরিপূরক হিসেবে প্রদান করে। একটি ঋণের অনুরোধ বিশ্লেষণের পর সাধারণত একজন ঋণ কর্মকর্তার নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর সম্পর্কে দৃঢ় উপলব্ধি থাকতে হবেঃ

১। একজন ঋণগ্রহীতার চরিত্র এবং প্রদানকৃত তথ্যের গুনগত মান কি?
২। ঋণের অর্থ কোন কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে?
৩। একজন ঋণগ্রহীতার আসলে কতটুকু ধার করা উচিত?
৪। ঋণ পরিশোধের প্রাথমিক উৎস কি?
৫। ঋণ পরিশোধের দ্বিতীয় উৎস কি? অর্থাৎ কোন অতিরিক্ত জামানত, গ্যারান্টি বা অন্য নগদ প্রবাহ সহজ লভ্য?

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৭.১ : ঋণের মৌলিক ইস্যুসমূহ
পাঠ-৭.২ : ঋণ অনুরোধ মূল্যায়নঃ একটি চার ধাপের প্রক্রিয়া
পাঠ-৭.৩ : ব্যাংকের ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
পাঠ-৭.৪ : ঋণ ঝুঁকি প্রশমনের কৌশল সমুহ

পাঠ-৭.১ ঋণের মৌলিক ইস্যুসমূহ
Fundamental Issues of Credit

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ঋণের মৌলিক ইস্যুসমূহ বর্ননা করতে পারবেন।

বিশ্বের অনেক দেশের প্রায় প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাথে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋনের সম্পর্ক রয়েছে। কিছু প্রতিষ্ঠান সমূহ কমার্শিয়াল পেপার ইস্যু করে রাখে ঋণ যোগান বা ক্রেডিট লাইন এর ব্যাক আপ হিসেবে। কমার্শিয়াল পেপার বা বানিজ্যিকপত্র হলো সাধারণতঃ পরিশোধযোগ্য হিসাবসমূহ এবং স্বল্পমেয়াদী দায়সমূহ অর্থায়নের ও মেটানোর জন্য একটি কোম্পানির দ্বারা প্রকাশিত একটি অনিরাপদ স্বল্পমেয়াদী ঋণপত্র। সাময়িক কার্যকরী মূলধনের অর্থায়নের প্রয়োজনে পর্যায়ক্রমিক স্বল্পমেয়াদী ঋণের উপর অনেক প্রতিষ্ঠান নির্ভর করে। অন্যান্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ এক বছরের বেশি সময়ে মেয়াদী ঋণ ব্যবহার করে মূলধন খরচসমূহ অর্থায়নের জন্য, নতুন সম্পত্তি ক্রয়ে এবং কার্যকরী মূলধনের স্থির বা স্থায়ী অংশ বৃদ্ধিও অর্থায়নের জন্য। ঋণের ধরন যেটাই হোক না কেন, সব ঋণ অনুরোধের জন্য ঋণ গ্রহীতার ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা নিয়মানুযায়ী বিশ্লেষন করা আবশ্যক। সাধারনত ব্যাংকাররা ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্তে দুই ধরনের ভুল করে থাকে যখন ঋণ অনুরোধ বিশ্লেষণ করে। প্রথমত, একজন কাষ্টমারকে ঋণ প্রদানে অস্বীকৃতি জানানো যে শেষপর্যন্ত ডিফল্ট (ঋণ পরিশোধ অক্ষম হবে)। দ্বিতীয়ত, এমন একজন কাষ্টমারকে ঋণ বাড়ানো বা সম্প্রসারিত করা সে শেষ পর্যন্ত দায় পরিশোধ করবে। এই দুটি ক্ষেত্রেই ব্যাংক একজন কাস্টমারকে হারাবে এবং ব্যাংকের মুনাফা কম হবে। বেশির ভাগ ব্যাংকাররা প্রথম ধরনের ভুল দূর করার চেষ্টা করে নিম্নোক্ত দুই ভাবে -

১। কঠোর ঋণ বিশ্লেষণ মানদন্ড প্রয়োগের মাধ্যমে

২। আদর্শ ঋণ গ্রহীতার ছাঁচে উপর্যুক্ত না হলে প্রার্থী বাতিল করণের মাধ্যমে

ব্যাংকিং এ সর্বজনবিদিত একটি ধ্রুবসত্য হল যখন ঋণ গ্রহীতাদের যদি আর অর্থের প্রয়োজন না হয় তখন তারা ব্যাংক থেকে অর্থায়ন পায়। অতএব বলা যায়, ঋণ বিশ্লেষনের উদ্দেশ্য হল ঃ

(১) অর্থপূর্ণ, সম্ভাব্য পরিস্থিতি সমূহ সনাক্ত করা যার মাধ্যমে ব্যাংক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

(২) একটি দুর্বল ঋণ আবেদনকে ভালো ঋণে পুনগর্ঠন বা পুনর্বিন্যাস করা (যখন ঋণ গ্রহীতা শক্তিশালী কিন্তু ঋণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা পুরোপরি বুঝতে পারে না।)

ঋণের মৌলিক ইস্যুসমূহ নিচের পাচঁটি দিক থেকে এই পাঠে আলোচনা করা হবে ঃ

(১) ঋণ গ্রহীতার চরিত্র এবং সরবরাহকৃত তথ্যের গুনাগুন

(২) ঋণের অর্থের ব্যবহার

(৩) ঋণগ্রহীতার প্রয়োজনীয় ঋণের অর্থের পরিমান

(৪) ঋণপরিশোধের প্রাথমিক উৎস এবং ঋণ পরিশোধের সময়

(৫) ঋণ পরিশোধের দ্বিতীয় উৎসঃ ঋণ আদায় নিশ্চিত করার জন্য অতিরিক্ত জামানত

১। ঋণ গ্রহীতার চরিত্র এবং সরবরাহকৃত তথ্যের গুনাগুনঃ

ঋণ ঝুঁকি মূল্যায়নের প্রাথমিক বিষয় হল ঋণ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ঋণ গ্রহীতার প্রতিশ্রুতি এবং দায় পরিশোধের ক্ষমতা নির্ধারণ করা।

ঋণ গ্রহীতার চরিত্রঃ

একজন ব্যক্তির সততা, ন্যায়পরায়নতা এবং কাজের নৈতিকতা সাধারনত ঋণগ্রহীতার প্রতিশ্রুতির প্রমান বা সাক্ষ্য হিসেবে ধরা হয়। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতির প্রমান সরূপ ধরা হয় ব্যবসায়ের মালিককে এবং ম্যানেজমেন্টকে। যেসব ব্যাংকাররা যুক্তি দেয় যে তারা খুব দ্রুত ঋণের সিদ্ধান্ত নিতে পারে এর অন্তর্নিহিত অর্থ দাড়ায় অনেক সম্ভাব্য ঋনগ্রহীতারা সন্দেহজনক চরিত্রের। একজন অসৎ ঋণগ্রহীতাকে ঋণ প্রদান করা সঠিক সিদ্ধান্ত হবে না যদিও প্রেরণকৃত তথ্যগুলো দেখে গ্রহণ যোগ্য

মনে হয় । যখন প্রতারনা হবার সুযোগ বা বিশ্বাসযোগ্যতা অভাব থাকে, তখন ব্যাংকের উচিত হবে না ঋণগ্রহীতার সাথে ব্যবসায় করা। কিন্তু অসৎ ঋণগ্রহীতা সনাক্ত করা খুবই জটিল। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো নির্দেশক হচ্ছে

(১) ঋণগ্রহীর আর্থিক ইতিহাস

(২) ব্যক্তিগত রেফারেন্সসমূহ সহ যখন একজন ঋণগ্রহীতা অতীত ঋণের কিস্তি পরিশোধে অক্ষমতা প্রদর্শন করে বা কোন ডিফল্ট বা দেউলিয়া তে যুক্ত থাকলে, একজন ব্যাংকারের উচিত হবে খুব যত্নসহকারে কারণসমূহ লিপিবদ্ধ করা যদি তা গ্রহণযোগ্য হয়।

সাধারনত একজন ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধের অতীত ইতিহাস যদি খারাপ থাকে, তবে ভবিষ্যতেও ঋণ পরিশোধের প্রবণতা খারাপ হবার সম্ভাবনা প্রবল হয়। অন্যদিকে যদি একজন ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধের অতীত ইতিহাস ভালো হয় তবে ভবিষ্যতেও প্রবণতা ভালো থাকার সম্ভাবনা বেশি থাকে। সুতরাং একজন ব্যাংকারের ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধের অতীত ইতিহাস ভালোভাবে পর্যবেক্ষন করা জরুরী।

এক্ষেত্রে বলা যায়, একজন ঋণ কর্মকর্তার ঋণ বিশ্লেষন শুরু করা উচিত প্রথমত, ফার্মের আগের ব্যাংকিং সর্ম্পকসমূহ বিশ্লেষন করা। দ্বিতীয়ত, সরবরাহকারীদের ও গ্রাহকদের সাথে ফার্মের লেনদেনসমূহ সঠিক ঋণ ব্যবসায়সমূহের যথোপযুক্ত বর্তমান রেকর্ড সমূহ। ঋণদাতাদের প্রায়ই লক্ষ্য করা উচিত অন্যান্য সংকেত/চিহ্ন (Signal) এর উপর প্রাথমিক আয় ব্যয় বিবরনী ও উদ্ধৃত্তপত্র এর তথ্যের বাইরে।

উদাহরন হিসেবে নিচের ঋনাত্মক সংকেত/চিহ্ন/লক্ষন/নির্দশন এর কিছু সম্ভাব্য ধরন উল্লেখ্য করা হলোঃ

- একজন ঋণগ্রহীতার নাম ধারাবাহিকভাবে দেখা যায় ব্যাংকের তালিকায় যেসব কাষ্টমারগণ তাদের এ্যাকাউন্ট এর অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলন করে এমন তালিকায়।
- যদি একজন ঋণগ্রহীতা তার ব্যবসায়ের গঠনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনয়ন করে। যেমন, ব্যবসায়ের হিসাবরক্ষক বা গুরুত্বপূর্ণ ম্যানেজার বা উপদেষ্টা হঠাৎ পরিবর্তন করা হলে।
- একজন ঋণগ্রহীতা ধারাবাহিকভাবে নগদ টাকার স্বল্পতা হয়। (যদি কাষ্টমার ঘন ঘন স্বল্পমেয়াদী ঋণ অনুরোধ করে অল্প পরিমান অর্থের জন্য বা কাষ্টমার তার চেকিং এ্যাকাউন্টে খুব অল্প জমা রাখে তার ব্যবসায়ের নেট মূল্য বেশি)
- ঋণগ্রহীতার ব্যক্তিগত অভ্যাসের খারাপদিকে পরিবর্তন হলে (মাদকের ব্যবহার, বেশি পরিমান জুয়া খেলা, এ্যালকোহলে আসক্তি বা বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদি)।
- একটি ফার্মের লক্ষ্য এর সাথে তার শেয়ার হোল্ডারদের, কর্মকর্তা কর্মচারীদের এবং কাষ্টমারদের লক্ষ্যে এর মিল না থাকা বা বেমানান থাকা।

তথ্যের গুনাগুন বিশ্লেষণঃ

বিশ্লেষনের জন্য যেসব তথ্য ব্যবহার করা হয় সেসব তথ্যের গুনাগুন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ক্ষুদ্রাকৃতির ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরনী নিরীক্ষিত থাকে না। কম (Sofisticated) বাস্তবধর্মী এ্যাকাউন্টিং পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করে। ঋণ মূল্যায়নের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরনী গুরুত্ব দেয়া উচিত, কেননা নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরনীতে এ্যাকাউন্টিং নিয়মসমূহ খুব ভালোভাবে সংস্থাপিত থাকে। এর কারণে একজন বিশ্লেষক বিবরনীর লেখাসমূহের অর্ন্তনিহিত বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝতে পারে। তবে নিরীক্ষিত তথ্য সমূহও ব্যবসায়ের কর্তৃপক্ষ চাইলে নিজ উদ্দেশ্যসাধন নিপুনভাবে হেরফের করতে পারে। এক্ষেত্রে ঋণ আবেদন বিশ্লেষককে আরও গভীরভাবে পর্যক্ষেন করতে হবে সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে।

২. ঋণের অর্থের ব্যবহারঃ

ব্যবসায়ে ঋণের চাহিদার ধরনের কোন সীমাবদ্ধতা নেই। বিভিন্ন পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যয়সমূহের জন্য ব্যবসায়ের নগদ অর্থের প্রয়োজন হতে পারে। যেমন-

- সরবরাহকারীদের বিলম্বিত অর্থ প্রদান

- কর প্রদানের জন্য
- কর্মকর্তা কর্মচারীদের পাওনাদি পরিশোধের জন্য ইত্যাদি।

তেমনি পরিপক্ক ঋণ প্রতিশ্রুতি প্রদানের জন্যও নতুন সম্পত্তি ক্রয়ের জন্যও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অর্থের প্রয়োজন হতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে ব্যবসায়ে অর্থের কারণসমূহ সনাক্তকরণ সহজ মনে হলেও আসলে বেশিরভাগ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ঋণের অর্থের প্রয়োজনীয়তার সঠিক কারণ বুঝাতে পারে না। ঋণের অর্থ আসলে বৈধ ব্যবসায়িক পরিচালনার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা উচিত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়ঃ

(১) মৌসুমী ও স্থায়ী কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজন মেটাতে
(২) অবচয়যোগ্য সম্পত্তির ক্রয়ে
(৩) ব্যবসায়ের কারখানার সম্প্রসারনে
(৪) অন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ একীভূতকরণে
(৫) অস্বাভাবিক পরিচালনা খরচসমূহে ইত্যাদি।

এক্ষেত্রে অনুমানমূলক বা অনুমাননির্ভর সম্পদ ক্রয়ে এবং ঋণ বা দায় প্রতিস্থাপনে ঋণের অর্থ ব্যয়ের উদ্দেশ্য হলে তা এড়াতে হবে ব্যাংকসমূহকে। ঋণের অর্থ ব্যবহারের দরুন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিচের যেকোন একটি অবস্থান হয়ঃ

(ক) ব্যবসায়ের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় । অথবা
(খ) ব্যবসায়কে আরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে বা ঝুঁকি আরও বেড়ে যায়।

অবৈধ কাজে বা অলাভজনক পরিচালনায় ঋণের মাধ্যমে অর্থায়ন করা হলে ব্যবসায়ের আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তার ফলে ঋণের অর্থ পরিশোধের সম্ভাবনা কমে যায়, ফলসরূপ ব্যাংকের মুনাফা কমে যায়। অর্থের সত্যিকারের প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যবহার নির্ধারণ করে ঋণের মেয়াদ, প্রত্যাশিত উৎস, ঋণ পরিশোধের সময় এবং যথাযত জামানত। সুতরাং ঋণ বিশ্লেষককে যথাযথভাবে মনোযোগসহকারে ঋণের অর্থের ব্যবহার সম্পর্কে জেনে আবেদন সমূহ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

৩। ঋণগ্রহীতার প্রয়োজনীয় ঋণের অর্থের পরিমান ঃ

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ঋণগ্রহীতা ঋণের জন্য অনুরোধ করে আসলে কতটুকু পরিমান অর্থ আভ্যন্তরীণভাবে ও কতটুকু পরিমান অর্থ বাহ্যিকভাবে অর্থায়ন করবে সে সম্পর্কে ভালোভাবে না বুঝেই। সাধারনত ঋণের প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান নির্ভর করে নিচের দুটি বিষয়ের উপরঃ

(ক) ঋণের অর্থের ব্যবহার
(খ) আভ্যন্তরীন অর্থের উৎসের প্রাপ্যতা

উদাহরণসরূপ, যদি একটি ফার্ম নতুন যন্ত্র ক্রয়ের জন্য অর্থায়ন করতে চায়, তবে যন্ত্রের ক্রয়মূল্য থেকে যে কোন প্রতিস্থাপনের যোগ্য সম্পত্তির পুনরায় বিক্রয় বাদ দেবার পর যে মূল্য থাকে সেই মূল্যের পরিমান অর্থের জন্য ঋণ অনুরোধ করতে হবে। সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী ঋণের জন্য অর্থের পরিমান নির্ধারণ করা হয় প্রো-ফর্মা বিশ্লেষণের মাধ্যমে। প্রায় সময়ই ঋণগ্রহীতারা অল্প পরিমান অর্থের জন্য ঋণ অনুরোধ করে এবং কিছু সময় পরে আরও অর্থের জন্য অনুরোধ করে। সুতরাং, ঋণ অনুরোধ বিশ্লেষণ করার সময় ঋণদাতাকে প্রাক্কালন করতে হবে ভবিষ্যৎ সময়েও একজন ঋণগ্রহীতার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য কি পরিমান অর্থের প্রয়োজন হতে পারে। অনভিজ্ঞ ঋণদাতারা প্রায় সময়ই ভুল করে এটা সনাক্ত করতে যে, যদি ঋণগ্রহীতার প্রয়োজনীয় অর্থের একটা অংশ ঋণদাতা অর্থায়ন করে তবে তার ফলে ঋণগ্রহীতার ঋণের অর্থ পরিশোধের ক্ষমতা আসলে কমে যায়। বিষয়টা এভাবে বলা যেতে পারে যে, একটি অর্ধ-নির্মিত পণ্যের গুদাম কখনও আয় উৎপাদন করতে পারে না বরং এটি লোকসান এর কারণ হয়ে দাড়াবে একসময়। অতএব ঋণদাতার উচিত গ্রহীতাকে সাহায্য করা ঋণের অর্থের সঠিক পরিমান নির্ধারন করতে।

ঋণ যদি একবার অনুমোদন পেয়ে যায়, তবে ঋণের অর্থের পরিমান ঋণগ্রহীতার ভবিষ্যৎ কর্মক্ষমতার উপর নির্ভর করে বাড়ানো যেতে পারে। যদি ঋণগ্রহীতার নগদপ্রবাহ অপর্যাপ্ত হয় পরিচালনা ব্যয়সমূহ এবং ঋণসেবার অর্থ প্রদানের জন্য। তখন ঋণগ্রহীতা আবেদন করতে পারে ঋণদাতার কাছে আরও বেশি পরিমান অর্থ ঋণ হিসেবে প্রদান করতে বা ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বৃদ্ধি করতে। অপরদিকে ঋণগ্রহীতার নগদপ্রবাহ যদি প্রচুর পরিমানে হয় তবে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্বেই পরিশোধ করার সম্ভাবনা থাকে। অতএব, ঋণের অর্থের আবশ্যক পরিমান কার্যত নির্ভর করে প্রাথমিক নগদ সল্পতা এবং ভবিষ্যৎ নগদ প্রবাহের নকশার উপর।

৪। ঋণপরিশোধের প্রাথমিক উৎস এবং ঋণ পরিশোধের সময়ঃ

নগদ প্রবাহ থেকেই ঋণের অর্থ পরিশোধ করা হয়। নগদ প্রবাহের চারটি প্রাথমিক উৎসমূহ হলোঃ

(ক) সম্পত্তির বিক্রয় পূর্বক নগদঅর্থের যোগান
(খ) ব্যবসায়ে সাধারন মাধ্যমে নগদ অর্থ উৎপাদন
(গ) নতুন ঋণপত্র বাজারে ছাড়া/চালু করা
(ঘ) নতুন ইক্যুইটি বাজারে বিক্রি করা।

ঋণ বিশ্লেষক মূল্যায়ন করে ঝুঁকি, যে ঋণগ্রহীতার ভবিষ্যৎ নগদ প্রবাহ পর্যাপ্ত হবে না আবশ্যক খরচসমূহ (কার্যক্রম চালু রাখার জন্য ঋণের সুদ ও মূল অংশ) পরিশোধের জন্য। নির্দিষ্ট ধরনের ঋণের জন্য নির্দিষ্ট নগদ প্রবাহ জড়িত। ঋণদাতাদের বর্ণনা করা দরকার ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম থেকে ভবিষ্যৎএ সম্ভাব্য নগদ প্রবাহের সাথে সম্ভাব্য ঋণের সুদ ও মূল অংশের মেয়াদী পরিশোধের পরিমানের। এই তুলনার মাধ্যমে বুঝা যাবে যে ঋণ গ্রহীতা সম্ভাব্য কি পরিমান ঋণের দায় মেয়াদ অনুযায়ী পরিশোধের ক্ষমতা রয়েছে। সেটি প্রতিষ্ঠানের বাহ্যিক উৎসমূহ থেকে অর্থায়নের সম্ভাবনা সবসময় একই থাকে না। ব্যবসায়ের মুনাফার হারের নিম্নগতির সাথে সাথে এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতির সাথে সথে বাহ্যিক অর্থায়নের সুযোগ ও কমে যায়। ঋণ প্রদানের ঝুঁকি পরিমাপের জন্য ভবিষ্যৎতে ঋণ পরিশোধ প্রাথমিক উৎসমূহ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক্ষেত্রে সাধারনত একটি নিয়ম হচ্ছে ঋণ পরিশোধের প্রাথমিক উৎস হিসেবে একীভূত সম্পত্তি বা জামানতের উপর নির্ভর না করা।

৫। ঋণ পরিশোধের দ্বিতীয় উৎসঃ ঋণ আদায় নিশ্চিত করার জন্য অতিরিক্ত জামানতঃ

একটি ব্যাংক ঋণপ্রদানের ক্ষেত্রে সর্বোতভাবে নিশ্চিত হতে চায় ঋণগ্রহীতা যেন ভবিষ্যৎ সময়ে ঋণের অর্থ যথাযথভাবে পরিশোধ করতে পারে। একজন ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে সক্ষম হয় তার স্বাভাবিক ব্যবসায়িক কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত নগদ প্রবাহ থেকে। তাই ঋণদাতাগণ ব্যবসায়িক কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত সম্ভাব্য নগদ প্রবাহকে ঋণ পরিশোধের প্রাথমিক উৎস হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। যদি ঋণগ্রহীতা তার ব্যবসায়িক কার্যক্রম থেকে পর্যাপ্ত নগদ প্রবাহ তৈরি করতে পারে না তখন কিভাবে ঋণ পরিশোধ করবে? ঋনদাতাগণ তাই ঋণ পরিশোধের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে জামানত বিবেচনা করে থাকে। এর মাধ্যমে ঋণদাতা ঋণের অর্থ ফেরত পাবার ঝুঁকি আরও কমিয়ে থাকে। জামানত হিসেবে সাধারনত ঋণগ্রহীতা নিজস্ব সম্পত্তিসমূহ সেই সাথে ঋণগ্রহীতার সাথে সম্পর্কিত একই ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিশ্চয়তা এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ব্যক্তির নিশ্চয়তাও জামানত হিসেবে ঋণদাতা গ্রহণ করে থাকে। সাধারনত ঋণগ্রহীতা যদি ঋণের অর্থ পরিশোধে অসমর্থ হয় বা সময়মত পরিশোধ না করে, তখন ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান জামানত হিসেবে গৃহীত সম্পত্তি সমূহ বিক্রয় করে ঋণের অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা করে।

সারসংক্ষেপ :

প্রায় সময়ই ঋণগ্রহীতারা অল্প পরিমান অর্থের জন্য ঋণ অনুরোধ করে এবং কিছু সময় পরে আরও অর্থের জন্য অনুরোধ করে। সুতরাং, ঋণ অনুরোধ বিশ্লেষণ করার সময় ঋণদাতাকে প্রাক্কলন করতে হবে ভবিষ্যৎ সময়েও একজন ঋণগ্রহীতার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য কি পরিমান অর্থের প্রয়োজন হতে পারে। অনভিজ্ঞ ঋণদাতারা প্রায় সময়ই ভুল করে এটা সনাক্ত করতে যে, যদি ঋণগ্রহীতার প্রয়োজনীয় অর্থের একটা অংশ ঋণদাতা অর্থায়ন করে তবে তার ফলে ঋণগ্রহীতার ঋণের অর্থ পরিশোধের ক্ষমতা আসলে কমে যায়।ঋণদাতাদের বর্ণনা করা দরকার ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম থেকে ভবিষ্যৎএ সম্ভাব্য নগদ প্রবাহের সাথে সম্ভাব্য ঋণের সুদ ও মূল অংশের মেয়াদী পরিশোধের পরিমানের। এই তুলনার মাধ্যমে বুঝা যাবে যে ঋণ গ্রহীতা সম্ভাব্য কি পরিমান ঋণের দায় মেয়াদ অনুযায়ী পরিশোধের ক্ষমতা রয়েছে। জামানত হিসেবে সাধারনত ঋণগ্রহীতা নিজস্ব সম্পত্তিসমূহ সেই সাথে ঋণগ্রহীতার সাথে সম্পর্কিত একই ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিশ্চয়তা এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ব্যক্তির নিশ্চয়তাও জামানত হিসেবে ঋণদাতা গ্রহণ করে থাকে।

পাঠ-৭.২ ঋণ অনুরোধ মূল্যায়নঃ একটি চার ধাপের প্রক্রিয়া
Evaluation of Loan Request: A four-step process

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বানিজ্যিক ঋণের আর্থিক দিকসমূহ বিশ্লেষনের ধারণা বর্ণনা বলতে পারবেন;

বানিজ্যিক ঋণের আর্থিক দিকসমূহ বিশ্লেষনের জন্য নিম্লোক্ত চার ধাপের প্রক্রিয়া অনুসরন করা যেতে পারেঃ

১। ব্যবসায়ে ব্যবস্থাপনা, ক্রিয়াপদ্ধতি এবং ব্যবসায় যে শিল্পের আওতাভুক্ত তার সার্বিক অবস্থা
২। কমন সাইজ এবং আর্থিক অনুপাত বিশ্লেষণ
৩। অর্থপ্রবাহ বিশ্লেষন
৪। ঋণগ্রহীতার আর্থিক অবস্থার বিশ্লেষণ ও অভিক্ষেপ

১। ব্যবসায়ে ব্যবস্থাপনা, ক্রিয়াপদ্ধতি এবং ব্যবসায় যে শিল্পের আওতাভুক্ত তার সার্বিক অবস্থা

আর্থিক তথ্য বিশ্লেষনের পূর্বে একজন ঋণ আবেদন বিশ্লেষককে ব্যবসায়ের সার্বিক ক্রিয়াকলাপের তথ্য, যেমন, ব্যবসায়ের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহ, ব্যবসায় সে শিল্পে বা ইন্ডাসট্রিতে রয়েছে তাতে প্রতিযোগিতার ধারা, ব্যবস্থাপনার দ্বায়িতে যারা রয়েছেন তাদের চরিত্র এবং গুন, ঋণ অনুরোধের প্রকৃতি এবং তথ্যের গুন। সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক উন্নয়ন এবং সমসাময়িক প্রবণতা ও পর্যবেক্ষন করা জরুরী। একজন ঋণ বিশ্লেষক এর উচিত ঋণগ্রহীতার ব্যবসায়ের গঠন শুরুতেই বিশ্লেষণ করা:

- ঋণ গ্রহীতার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি একটি নিয়ন্ত্রকারী কোম্পানী যার সহায়ক কোম্পানী আছে, নাকি একক সত্তা?
- ব্যবসায়টি কি অংশীদারী হিসেবে পরিচালিত হয় নাকি কর্পোরেশন হিসেবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠনটি কি ব্যক্তিগতভাবে নাকি পাবলিকলি প্রতিষ্ঠিত?
- কোন সময়ে ব্যবসায়টি তার কার্যক্রম শুরু করেছিল?
- এবং কোন ভোগলিক মার্কেট এ বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিযোগিতা করছে?

মূল্যায়নের অংশ হিসেবে এটিও দেখা উচিত যে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান টি কি কি ধরনের পণ্য ও সেবা প্রদান করে তা চিহ্নিতকরণ, ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান বাজারে বিভিন্ন নির্ণায়ক অনুযায়ী ইত্যাদি। ব্যবসায় ও শিল্পের দৃষ্টিভঙ্গির উপর রির্পোট লেখা হল দ্বিতীয় ধাপ বিশ্লেষককে নিরীক্ষা করতে হয় ঐতিহাসিক বিক্রয় বৃদ্ধি, শিল্পের বিক্রয়ের সাথে সম্পর্ক এবং ব্যবসায় সাইকেল এবং উহ্য পূর্বাভাস ইন্ডাস্ট্রির জন্য।

ঋণ বিশ্লেষককে নিচের কিছু প্রশ্নসমূহের উত্তরের বিষয়েও অবগত হওয়া প্রয়োজনঃ

যেমন,

(ক) কতগুলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতামূলক পণ্যসমূহ বিক্রয় করে?
(খ) প্রতিযোগিতামূলক পণ্যসমূহের মধ্যে গুনগত পার্থক্য রয়েছে? এক্ষেত্রে সরবরাহকারীদের মূল্যায়ন করা এবং উৎপাদন পদ্ধতি মূল্যায়ন ও যুক্তিযুক্ত হয়।
(গ) ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি কি উপযুক্ত কাঁচামালসমূহ ভালো মূল্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে?

(ঘ) কতগুলো সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করতে পারে?
(ঙ) ব্যবসায়ের শ্রমিকদের দক্ষতা কেমন? এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে সম্পর্ক কেমন?
(চ) ব্যবসায়ের স্থায়ী সম্পত্তিসমূহ কি অচল?

এছাড়াও ঋণদাতাকে সুনির্দিষ্ট ভাবে লক্ষ্য করতে হবে ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপকদের চরিত্র এবং গুনাগুন সম্পর্কে। চিফ এক্সিকিউটিভ, আর্থিক এবং পরিচালনাকারী কর্মকর্তাদের বয়স, ব্যবসায় পরিচালনার অভিজ্ঞতা, নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সেবাদানের সময়, ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য নেয়া এবং পর্যালোচনা করা। এটা প্রায়ই দেখা যায় যে, অনেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে মাত্র একজন কর্মকতার আধিপত্য থাকে যদিও নাম এবং পোস্টধারী অনেক কর্মকর্তা থাকে। তাই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহের প্রভাব বিস্তারকারী কারণসমূহ জানার জন্য ঋণদাতার এই তথ্যগুলো দেখা জরুরী।

২. কমনসাইজ এবং আর্থিক অনুপাত বিশ্লেষনঃ

একটি আর্থিক বিবরণীর বিভিন্ন উপাদানসমূহকে একই আর্থিক বিবরনীর অন্য উপাদানের শতকরা হিসেবে প্রকাশ করে আর্থিক তথ্য বিশ্লেষনের একটি পদ্ধতি হলো কমন সাইজ বা সাধারন আকার বিবৃতিসমূহ। এবং আর্থিক বিবরনীর বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে যৌক্তিক সর্ম্পকসমূহের তুলনার মাধ্যমে আর্থিক তথ্যসমূহ বিশ্লেষনের একটি পদ্ধতিকে অনুপাত বিশ্লেষণ বলা হয়। বেশির ভাগ ব্যাংকসমূহ একজন ঋণগ্রহীতার আর্থিক তথ্যসমূহ (Spreed Sheet) এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে থাকে। প্রথমে ঋণগ্রহীতার বিভিন্ন বছরের আয় ব্যয় বিবরনীর তথ্যসমূহ এবং পরবর্তীতে উদ্বৃত্ত পত্রের তথ্যসমূহ ইন্ডাষ্ট্রির (Standard) সহ (Spreed Sheet) এ লিপিবদ্ধ করে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে থাকে। কমনসাইজ অনুপাতের তুলনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ সেগুলো সাইজ সামজস্য করা থাকে। ফলে একই ইন্ডাস্ট্রিতে বা ধরনের ব্যবসায়ের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা অনেক কার্যকরী হয়।

বেশিরভাগ বিশ্লেষকগণ অনুপাত বিশ্লেষনকে চারটি শ্রেনী ভাগ করে একটি ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষন করে থাকে। সেগুলো হলোঃ

১। তারল্য অনুপাতঃ তারল্য অনুপাতসমূহ এক ধরনের আর্থিক অনুপাত যা একজন দেনাদারে চলতি দায়সমূহ বাহ্যিক মূলধন উত্তোলন না করে পরিশোধ করার ক্ষমতা নির্ধারনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

২। সক্রিয়তা অনুপাতঃ এক ধরনের আর্থিক অনুপাতসমূহ যা একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যালেন্স শীট বিভিন্ন হিসাবসমূহকে নগদ বা বিক্রয়ে রুপান্তরিত করার ক্ষমতাকে পরিমাপ করে তাদের সক্রিয়তা অনুপাত বলে।

৩। লিভারেজ অনুপাতঃ এই অনুপাত নির্দেশ করে ব্যবসায়ের তিন ধরনের উৎস থেকে অর্থায়ন। উৎসগুলো হলো - ঋণ, ইক্যুটি এবং সম্ভাব্য আয়ের অস্থিরতা।

৪। লাভজনকতা অনুপাতঃ যে অনুপাত একটি প্রতিষ্ঠানের আয়কে বিক্রয় বা বিনিয়োগের সাথে তুলনা করে এর আর্থিক কর্মদক্ষতা পরিমাপ করে তাকে লাভজনক অনুপাত বলা হয়।

একজন বিশ্লেষককে খুব সতর্কতার সাথে এই অনুপাতগুলো পর্যালোচনা করে ব্যবসায়ের শক্তিমত্তার দিকগুলো এবং দুর্বলতার দিকগুলো শনাক্ত করা প্রয়োজন। সব অনুপাতগুলো বিভিন্ন সময়ে বিশ্লেষন করে থাকে ইন্ডাস্ট্রিতে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান, কৌশল ইত্যাদি সম্পর্কে ধারনা নিয়ে প্রয়োজনীয় প্রশ্নের তালিকা প্রস্তুত করে ঋণগ্রহীতার কাছে উপস্থাপন করা।

৩। অর্থপ্রবাহ বিশ্লেষণঃ

বেশির ভাগ বিশ্লেষকগণ নিবিষ্টভাবে পর্যবেক্ষন করেন ব্যবসায়ের নগদ অর্থ প্রবাহের উপর যখন ব্যবসায়ের কর্মক্ষমতা বিশ্লেষন করে। ব্যাংকের নিয়ন্ত্রকগণ ব্যাংককে নির্দেশনা দেন যে প্রতিটি ঋণগ্রহীতার ঋণের আবেদনের সিদ্ধান্তের পিছনে ব্যবসায়ের কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহের তথ্যের উপর দৃষ্টিপাত থাকে। এ থেকে ঋণ গ্রহীতার ব্যবসায়ের আর্থিক শক্তিমত্তা বুঝা যায় এবং পরবর্তীতে ঋণের অর্থের পরিশোধের ক্ষমতা সম্পর্কে ধারনা লাভ করা যায়। সাধারনত একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নগদ প্রবাহ বিবরনী থেকে বিভিন্ন উৎস থেকে নগদ অর্থ প্রবাহের ধারনা লাভ করা যায়।

৪। আর্থিক অভিক্ষেপঃ

পূর্বের তিনটি ধাপে আলোচনা করা হয়েছে একজন ঋণ বিশ্লেষক কিভাবে একজন সম্ভাব্য ঋণগ্রহীতার ঐতিহাসিক কর্মদক্ষতা বিশ্লেষন করে। বানিজ্যিক ঋণের আর্থিক দিকসমূহ বিশ্লেষনের জন্য চার ধাপের প্রক্রিয়ার শেষ ধাপ হলো একটি ঋণ অনুরোধের উপর ভিত্তি করে, সেই ব্যবসায়ের প্রো-ফর্মা আর্থিক বিবরনী প্রস্তুত করা। অর্থাৎ ভবিষৎ সময়ে ব্যবসায়ের আর্থিক বিবরনী কেমন হবে তা বর্তমান সময়ে বসে অনুমান করে প্রস্তুত করা। এ্ প্রো-ফর্মা আর্থিক বিবরনী বিশ্লেষন করে একজন ঋণ বিশ্লেষক কর্মকর্তা এটাই অনুধাবন করার চেষ্টা করে যে ভবিষ্যত সময়ে ব্যবসায়ের ঋণের অর্থ পরিশোধের ক্ষমতা কেমন হবে পারে।

ঋণের অর্থের সম্ভাব্য ব্যবহার নিশ্চিত করাটা ঋণদাতার অন্যতম উদ্দেশ্য। ব্যবসায়ের আর্থিক বিবরনীর অভিক্ষেপ এটা প্রকাশ করে যে ঋণগ্রহীতার ঋণের অর্থ কেন প্রয়োজন, কি পরিমান অর্থের প্রয়োজন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীন কার্যক্রম থেকে কি পরিমান নগদ অর্থ প্রবাহ হতে পারে নতুন দায় পরিশোধের জন্য এবং কখন একটি ঋণ পরিশোধ করা হতে পারে।

সারসংক্ষেপ :

আর্থিক তথ্য বিশ্লেষনের পূর্বে একজন ঋণ আবেদন বিশ্লেষককে ব্যবসায়ের সার্বিক ক্রিয়াকলাপের তথ্য, যেমন, ব্যবসায়ের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহ, ব্যবসায় সে শিল্পে বা ইন্ডাসট্রিতে রয়েছে তাতে প্রতিযোগিতার ধারা, ব্যবস্থাপনার দ্বায়িতে যারা রয়েছেন তাদের চরিত্র এবং গুন, ঋণ অনুরোধের প্রকৃতি এবং তথ্যের গুন। সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক উন্নয়ন এবং সমসাময়িক প্রবণতা ও পর্যবেক্ষন করা জরুরী। আর্থিক বিবরনীর বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে যৌক্তিক সর্ম্পকসমূহের তুলনার মাধ্যমে আর্থিক তথ্যসমূহ বিশ্লেষনের একটি পদ্ধতিকে অনুপাত বিশ্লেষণ বলা হয়। একজন বিশ্লেষককে খুব সতর্কতার সাথে এই অনুপাতগুলো পর্যালোচনা করে ব্যবসায়ের শক্তিমত্তার দিকগুলো এবং দুর্বলতার দিকগুলো শনাক্ত করা প্রয়োজন। সব অনুপাতগুলো বিভিন্ন সময়ে বিশ্লেষন করে থাকে ইন্ডাস্ট্রিতে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান, কৌশল ইত্যাদি সম্পর্কে ধারনা নিয়ে প্রয়োজনীয় প্রশ্নের তালিকা প্রস্তুত করে ঋণগ্রহীতার কাছে উপস্থাপন করা।বেশির ভাগ বিশ্লেষকগণ নিবিষ্টভাবে পর্যবেক্ষন করেন ব্যবসায়ের নগদ অর্থ প্রবাহের উপর যখন ব্যবসায়ের কর্মক্ষমতা বিশ্লেষন করে। এ থেকে ঋণ গ্রহীতার ব্যবসায়ের আর্থিক শক্তিমত্তা বুঝা যায় এবং পরবর্তীতে ঋণের অর্থের পরিশোধের ক্ষমতা সম্পর্কে ধারনা লাভ করা যায়। সাধারনত একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নগদ প্রবাহ বিবরনী থেকে বিভিন্ন উৎস থেকে নগদ অর্থ প্রবাহের ধারনা লাভ করা যায়।প্রো-ফর্মা আর্থিক বিবরনী বিশ্লেষন করে একজন ঋণ বিশ্লেষক কর্মকর্তা এটাই অনুধাবন করার চেষ্টা করে যে ভবিষ্যত সময়ে ব্যবসায়ের ঋণের অর্থ পরিশোধের ক্ষমতা কেমন হবে পারে। ঋণের অর্থের সম্ভাব্য ব্যবহার নিশ্চিত করাটা ঋণদাতার অন্যতম উদ্দেশ্য।

পাঠ-৭.৩ ব্যাংকের ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

Credit Risk Management of Bank

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাংকের ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বর্ণনা করতে পারবেন।

সাধারণত ঋণ প্রদান কার্যক্রমের মাধ্যমে ঋণ ঝুঁকির উদ্ভব হয়। এই ঝুঁকি ব্যাংকের অন-ব্যালেন্স শীট আইটেম ও অফ ব্যালেন্স শীট আইটেম হতে সৃষ্টি হয়। ব্যাংকের সাথে ঋণগ্রহীতার পূর্বনির্ধারিত চুক্তি পালনে অক্ষমতা বা অনিচ্ছা থেকে এই ঝুঁকির উদ্ভব ঘটে। ঋণ গ্রহীতা Counter party কর্তৃক শর্ত মোতাবেক সকল দায় (সুদ, আসল ও অন্যান্য চার্জ) পরিশোধের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য অনিশ্চয়তাকে ঋণ ঝুঁকি বলে। সুতরাং ব্যাংকের লোন পোর্টফোলিওর সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ক্ষতি হ্রাস করে আশানুরূপ মুনাফা অর্জন নিশ্চিতকরণকে ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বলে। কার্যকর ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মূল উপাদান হলো-ঋণ ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, পরিমাপকরণ, হ্রাসকরণ এবং মনিটরিং। যেহেতু ব্যাংক বিভিন্ন খাতে ঋণ প্রদান করে থাকে, সেহেতু ব্যাংক বিভিন্ন প্রকার ঋণ ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। বিভিন্ন ধরনের ঋণের ঝুঁকি বিভিন্ন হওয়ার কারনে সামগ্রিকভাবে ব্যাংকের জন্য ঋণ ঝুঁকি অনুমান করা কষ্টকর। এছাড়া বিভিন্ন প্রকার ঋণের ঝুঁকি পরিমাপ করার পদ্ধতিও বিভিন্ন বিভিন্ন । সুতরাং বলা যায় পরিমাণগত ও গুনগত ঋণের বিভিন্নতার কারণে ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিমাপ ও মূল্যায়ন একটি জটিল বিষয়। নিম্নে উচ্চ ঋণ ঝুঁকির কিছু সাধারনত নির্দেশকসমূহ উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হলোঃ

- মোট সম্পদ এবং মূলধনের তুলনায় ঋণের পরিমাণ বেশি।
- ব্যাংকের ঋণ বৃদ্ধির হার জাতীয় বা অনুরূপ ব্যাংকের তুলনায় বেশি।
- ঋণ এবং অগ্রিম থেকে প্রাপ্ত সুদ ও ফিসের উপর ব্যাংকের আয় অনেকাংশে নির্ভরশীল হওয়ায় উচ্চ ঋণ ঝুঁকির সৃষ্টি হয়।
- ব্যাংক এক বা একাধিক নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে ঋণ প্রদান করার ফলে উচ্চ ঋণ ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।
- বর্তমান ঋণের পাশাপাশি যদি অধিক পরিমাণে নতুন ঋণ প্রদান করা হয় তবে উচ্চ ঋণ ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।
- শ্রেণীকৃত ঋণের অধিকাংশই সন্দেহজনক ঋণে পরিণত হওয়া উচ্চ ঋণ ঝুঁকি নির্দেশ করে।
- জামানতি সম্পত্তি নেয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তুলনায় কম নেয়া বা উদার হওয়ার ফলে উচ্চ ঋণ ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।
- জামানতি সম্পত্তির মূল্য যথার্থ না হওয়া, বিক্রয় জনিত সমস্যা, ঘন ঘন মূল্য পরিবর্তন হওয়া এবং অপর্যাপ্ত সুরক্ষা।
- ঋণের দলিলায়নের ক্ষেত্রে ঘন ঘন পরিবর্তন করা, অসম্পূর্ণ দলিলায়ন এবং ঋণ পরিশোধ সময়সূচি দীর্ঘমেয়াদী করা।
- পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠিত ঋণের ক্ষেত্রে নিয়ম শিথিলকরা এবং এ সকল ঋণের রিপোর্টিং এর ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়া এবং স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষকে অন্ধকারে রাখা।
- চলতি মূলধন বা সিসি ঋণের চক্রায়ন সঠিক ভাবে না হওয়া বা কিস্তি সঠিক সময়ে আদায় না হওয়া।

ঋণ ঝুঁকি পরিচালনায় প্রভিশন এর ভূমিকা ঃ

ব্যাংকের ব্যালেন্সশীটের দায়ের দিকে ঋণের ক্ষতির প্রভিশন লিপিবদ্ধকরণ করা হয়। প্রত্যেকটি ঋণের প্রত্যাশিত ক্ষতির যোগফলই এই প্রভিশন প্রতিফলিত হয়। সাধারণ প্রভিশনিং প্রয়োগ করা হয় ঋণ পোর্টফলিও এর অশ্রেণীকৃত ঋণ, এস এম এ ঋণের হিসাবে যা ভবিষ্যতে নিম্নগামী হবে বলে মনে করা হয় এবং ঐ সমস্ত ঋণ হিসাবের উপর নির্দিষ্ট হারে প্রভিশন করতে হয়। শ্রেণীকৃত ঋণ পৃথক পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি হিসাবে প্রত্যাশিত লোকসান হিসাবায়ন করে নির্দিষ্ট হারে প্রভিশন রাখতে হয়। স্থিতিপত্রের লাভ-ক্ষতির বিবরণীর মোট আয় হতে ঋণের ক্ষতি হিসাবে বিবেচিত অংশটি বাদ দেওয়া হয় যা আমরা প্রভিশন হিসাবে জানি। এই প্রভিশন ঋণের ঝুঁকি পরিচালনায় অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। নির্ভুলভাবে প্রভিশন করা ছাড়া নির্দিষ্ট ধরণের ঋণের ক্ষেত্রে ঝুঁকি বিবেচনা/সমন্বয়কৃত ভিত্তিতে বিনিয়োগ লাভজনক কিনা তা পরিচালনা পর্ষদ ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে জানতে পারে না। ব্যাংকের তহবিল এই সমস্ত অলাভজনক কার্যক্রমে খরচ না করে আরো লাভজনক কার্যক্রমে বিনিয়োগ করা যেত। যদি ঋণের অতিমূল্যায়ন করা হয় তবে ব্যাংকের স্থিতিপত্রে মূলধন ও অতিমূল্যায়িত হবে। ফলে ব্যাংকের দূর্লভ আর্থিক সম্পদ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সকল কার্যক্রম যার সাথে মূলধনের সম্পর্ক আছে তাতে হস্তক্ষেপ করা হবে। বোর্ড ও ব্যাংকের উর্ধতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে প্রভিশনিং সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। কারণ এই প্রভিশনিং ব্যংকের দীর্ঘমেয়াদী অর্জনে বিরাট প্রভাব ফেলে।

ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় যথাযথ ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (MIS) ঃ

ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (MIS) সময়োপযোগীতার ভিত্তিতে ব্যাংকের ঋণ পোর্টফলিও এর খাত ভিত্তিক/খন্ডিত অংশ পর্ষদ ও উর্ধতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে মানসম্পনড়ব নির্ভূল তথ্য প্রেরণ করবে যাতে করে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এই তথ্য এর ভিত্তিতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এর কি কি ঝুঁকি আছে তা বিশ্লেষণ করতে হয় এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ঋণ ব্যবসায় মুনাফার জন্য দায়বদ্ধ থাকে। ব্যাংকে অবশ্যই সঠিক ও নির্ভুল ডাটাবেইস থাকতে হবে এবং তা সংরক্ষণ করতে হবে। এই ডাটাবেজে সকল জামানতি সম্পত্তির ও নিরাপত্তা ইনস্ট্রুমেন্টের সকল তথ্য থাকবে/ তথ্যধারণ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ঋণ নির্দেশনা ম্যানুয়ালে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি ও MIS ঋণের মান ও মডেল উন্নয়নে সহজতর করার জন্য যখনই প্রয়োজন হবে তখনই পর্যাপ্ত পরিমাণে সংরক্ষণ করতে হবে। সমস্যাগ্রস্থ ঋণ, ঋণের একটি নিশ্চিত অবশ্যম্ভাবি পরিণতি। যখনই একটি ঋণ প্রদান করা হয় তখনই যে কোনো একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটতে পারে এবং ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক চুক্তি মোতাবেক ঋণের অর্থ ফেরত প্রদান কঠিন হয়ে পরতে পারে। ব্যাংকের ঋণ কর্মকর্তাদের ভুলের কারণে প্রায়ই বাণিজ্যিক ঋণের ক্রটি শুরু হয়ঃ- যেমন ঋণ গ্রহীতার চরিত্র ভুলভাবে নির্ধারণ, স্প্রেড এর ভুল ব্যাখ্যা করণ, ঋণ গ্রহীতার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান না করা। এইসব কারণে সমস্যাগ্রস্থ ঋণের সৃষ্টি হয় কাজেই এই কারণগুলো কমিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

খেলাপী ঋণ ব্যবস্থাপনা ঃ

নিয়মিত ঋণ বা অনিয়মিত এবং নন পারফরমিং (NPL) ঋণে পরিণত হওয়া ব্যাংকের জন্য কোনভাবেই কাম্য নয়। নিয়মিত ঋণ নন পারফরমিং (NPL) ঋণে পরিনত হলে এসব ঋণের সুদ আয় খাতে নেয়া যায় না, ফলে একদিকে ব্যাংকের আয় হ্রাস পায় অন্যদিকে নন পারফরমিং ঋণে পরিণত হলে এসব ঋণের সুদ আয় খাতে নেয়া যায় না, ফলে একদিকে ব্যাংকের আয় হ্রাস পায় অন্যদিকে নন পারফরমিং ঋণের বিপরীতে প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হয় যার ফলে নীট মুনাফার পরিমাণ হ্রাস পায়। এসকল কারণে NPL বা খেলাপী ঋণ ব্যবস্থাপনা সামগ্রিক ঋণ ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গতিশীল এবং কার্যকর NPL বা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিভিন্ন রকম আদায় কৌশল প্রয়োগ করে খেলাপী ঋণকে নিয়মিত ঋণএ পরিনত করাই NPL ব্যবস্থাপনার মূল কাজ।

সারসংক্ষেপ :

কার্যকর ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মূল উপাদান হলো-ঋণ ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, পরিমাপকরণ, হ্রাসকরণ এবং মনিটরিং। যেহেতু ব্যাংক বিভিন্ন খাতে ঋণ প্রদান করে থাকে, সেহেতু ব্যাংক বিভিন্ন প্রকার ঋণ ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। বিভিন্ন ধরনের ঋণের ঝুঁকি বিভিন্ন হওয়ার কারনে সামগ্রিকভাবে ব্যাংকের জন্য ঋণ ঝুঁকি অনুমান করা কষ্টকর। এছাড়া বিভিন্ন প্রকার ঋণের ঝুঁকি পরিমাপ করার পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন । সুতরাং বলা যায় পরিমাণগত ও গুনগত ঋণের বিভিন্নতার কারণে ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিমাপ ও মূল্যায়ন একটি জটিল বিষয়। সমস্যাগ্রস্থ ঋণ, ঋণের একটি নিশ্চিত অবশ্যম্ভাবি পরিণতি। যখনই একটি ঋণ প্রদান করা হয় তখনই যে কোনো একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটতে পারে এবং ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক চুক্তি মোতাবেক ঋণের অর্থ ফেরত প্রদান কঠিন হয়ে পরতে পারে। নিয়মিত ঋণ নন পারফরমিং ঋণে পরিনত হলে এসব ঋণের সুদ আয় খাতে নেয়া যায় না, ফলে একদিকে ব্যাংকের আয় হ্রাস পায় অন্যদিকে নন পারফরমিং ঋণে পরিণত হলে এসব ঋণের সুদ আয় খাতে নেয়া যায় না, ফলে একদিকে ব্যাংকের আয় হ্রাস পায় অন্যদিকে নন পারফরমিং ঋণের বিপরীতে প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হয় যার ফলে নীট মুনাফার পরিমাণ হ্রাস পায়।

পাঠ-৭.৪ ঋণ ঝুঁকি প্রশমনের কৌশল সমুহ

Techniques of Mitigating Credit Risk

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাংকের ঋণ ঝুঁকি প্রশমনের কৌশল সমুহ বণর্না করতে পারবেন;

ব্যাংক তার ঋণের ঝুঁকি প্রশমনের জন্য বিভিন্ন কৌশল যেমনঃ জামানত ও নিশ্চয়তা ব্যবহার করতে পারে। ঋণের ঝুঁকি প্রশমনের কৌশল হিসেবে ব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতার মধ্যে চুক্তি হতে পারে অথবা ব্যাংক ও ৩য় পক্ষের মধ্যে চুক্তি হতে পারে যা ব্যাংকের ঋণ ঝুঁকি প্রশমনে সহায়তা করে। যেসকল ঋণের অস্তিত্ব রয়েছে সেসকল ঋণের ক্ষেত্রে সঠিক দলিলায়ন ও ঋণ প্রশাসন অর্থাৎ তদারকির কোনো বিকল্প নেই। তারা ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে শুধু গৌণ উৎস হিসেবে কাজ করবে, প্রধান উৎস হিসেবে কখনও দেখা যাবেনা। জামানতি বা গ্যারেন্টি প্রায়শঃ সুদীর্ঘ, শ্রমসাধ্য এবং ব্যয় বহুল প্রক্রিয়া। যখন একটি ঋণ জামানত বা গ্যারান্টি দ্বারা আবৃত করা হয় তখন ঋণটি পরিশোধিত হবে বলে ব্যাংক অনেকটা আশাবাদী থাকে। কেবলমাত্র বাজেয়াপ্ত বা জামানতি বিক্রি করে টাকা আদায় করার পদ্ধতি হলো জামানতি সম্পত্তি দ্বারা ঋণ আবৃতকরন। ঋণের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য বাংকসমূহ তার গঠনগত প্রক্রিয়ায় ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার উপর মনোযোগ বাড়াতে পারে। এর মাধ্যমে অনেকাংশই ঋণের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব হয়। নিন্মে কিছু কৌশলসমূহ আলোচনা করা হলোঃ

(ক) জামানত (Guarantee) ঃ

ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য যেসকল ঋণের প্রকার বা শিল্প কেন্দ্রীকরণ বিপদজনক বা উচ্চ ঝুঁকি সম্পনড়ব বলে মনে করা হচ্ছে, ঐ সকল ঋণের জামানতি সম্পত্তিকে সতর্কতার দৃষ্টিতে রাখতে হবে।

(খ) তৃতীয় পক্ষের গ্যারান্টি (Third Party Guarantee) ঃ

ব্যাংককে অবশ্যই বুঝতে হবে যে ঋণের ঝুঁকি একটি ঋণের তৃতীয় পক্ষের গ্যারান্টির অষ্টিত্বের দ্বারা আবৃত করা যায় না। ব্যাংক তার গ্রাহকের ঋণ ঝুঁকি প্রশমনের জন্য জামিনদারের নিশ্চয়তা গ্রহণ করে থাকে। নিশ্চয়তার বিষয়ে ব্যাংকগুলোকে ঋণের ঝুঁকির কভারেজ মাত্রা নির্ণয় করা উচিত ঋণের গুনগত মান ও জামিনদারের আইনি ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে। এর

(গ) কর্পোরেট গ্যারান্টি (Corporate Guarantee)ঃ

কর্পোরেট অর্থায়নের জন্য কর্পোরেট গ্যারান্টি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। কর্পোরেট গ্যারান্টি হচ্ছে ঋণ গ্রহীতার সাথে ঋণ প্রদানকারীর একটি চুক্তিপত্র যাতে ঋণ গ্রহীতাগণ তাদের মালিকানাধীন অন্যান্য সহযোগী কোম্পানি বা সহযোগী অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান (যাদের নেটওয়ার্থ সন্তোষজনক) বিবেচ্য ঋণ পরিশোধের অংগীকার ব্যক্ত করে এবং ঋণ পরিশোধের সকল দায়-দায়িত্ব পালনে সম্মতি জ্ঞাপন করে।

(ঘ) লোন সিন্ডিকেশন বা ক্লাব ফাইনান্সিং (Loan Syndication or Club Financing)ঃ

যখন একাধিক ব্যাংক কর্তৃক একজন উদ্যোক্তাকে কতগুলি সাধারণ শর্তাবলীর বিপরীতে এবং একইধরনের দলিলপত্রাদির ভিত্তিতে যৌথভাবে অর্থায়ন করা হয় তখন তাকে লোন সিন্ডিকেশন বলা হয়। লোন সিন্ডিকেশনের বিভিন্ন পক্ষ থাকে। এই পক্ষগুলির মধ্য প্রধানতঃ হচ্ছে প্রধান আয়োজক প্রধান ব্যাংক, প্রতিনিধি, অংশগ্রহণকারী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ঋণ গ্রহীতা।

লীড ব্যাংক বা প্রধান আয়োজক ঋণ প্রস্তাব পর্যালোচনার প্রতিটি পদক্ষেপে এবং বিভিনড়ব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে তহবিল সংগ্রহের কার্যপ্রণালী সমন্বয় সাধন করে। প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচিত প্রতিষ্ঠান সকল জামানতী সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ এবং ঋণ ব্যবস্থাপনা ও পরিধারণের কাজ করে। একাধিক ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান লীড ব্যাংকের ঋণের কার্যপরিধির আওতায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ প্রদানে অংগীকারাবদ্ধ হয়। সকল পক্ষের মধ্যে ঋণ গ্রহীতা একটি গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ। ঋণ গ্রহীতা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাই হোক না কেন সে বা তারা যে তহবিল উত্তোলন করে এবং তা ফেরত প্রদানের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয় তা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত অথবা পরিবর্তিত সুদহারে আসল এবং সুদসহ সম্পূর্ণ টাকা প্রতিনিধি এর নিকট পরিশোধের অংগীকার করে।

(ঙ) সিন্ডিকেশন (Syndication)ঃ

উপরে বর্ণিত ঋণ সীমার অধিক ঋণের প্রয়োজন হলে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংক কমপক্ষে ১টি বেসরকারী/বৈদেশিক ব্যাংক অথবা রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে সিন্ডিকেশন করবে।লোন সিন্ডিকেশন ঃ যখন একাধিক ব্যাংক কর্তৃক একজন উদ্যোক্তাকে কতগুলি সাধারণ শর্তাবলীর বিপরীতে এবং একই ধরণের দলিলপত্রাদির ভিত্তিতে যৌথভাবে অর্থায়ন করা হয় তখন তাকে লোন সিন্ডিকেশন বলা হয়। লোন সিন্ডিকেশনের বিভিনড়ব পক্ষ থাকে। এই পক্ষগুলির মধ্য প্রধানতঃ হচ্ছে প্রধান আয়োজক প্রধান ব্যাংক, প্রতিনিধি, অংশগ্রহণকারী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ঋণ গ্রহীতা।

লীড ব্যাংক বা প্রধান আয়োজক ঋণ প্রস্তাব পর্যালোচনার প্রতিটি পদক্ষেপে এবং বিভিনড়ব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে তহবিল সংগ্রহের কার্যপ্রণালী সমন্বয় সাধন করে। প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচিত প্রতিষ্ঠান সকল জামানতী সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ এবং ঋণ ব্যবস্থাপনা ও পরিধারণের কাজ করে। একাধিক ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান লীড ব্যাংকের ঋণের কার্যপরিধির আওতায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ প্রদানে অংগীকারাবদ্ধ হয়। সকল পক্ষের মধ্যে ঋণ গ্রহীতা একটি গরুত্বপূর্ণ পক্ষ। ঋণ গ্রহীতা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাই হোক না কেন সে বা তারা যে তহবিল উত্তোলন করে এবং তা ফেরত প্রদানের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয় তা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত অথবা পরিবর্তিত সুদহারে আসল এবং সুদসহ সম্পূর্ণ টাকা প্রতিনিধি এর নিকট পরিশোধের অংগীকার করে।

চুক্তিপূর্ব স্বাক্ষরঃ সিন্ডিকেট পদ্ধতিতে লোন প্রদানের জন্য চুক্তিপুর্ব স্বাক্ষরের জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়ের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে ।

(ক) কর্পোরেট গ্যারান্টি (Corporate Guarantee) ঃ

কর্পোরেট অর্থায়নের জন্য কর্পোরেট গ্যারান্টি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। কর্পোরেট গ্যারান্টি হচ্ছে ঋণ গ্রহীতার সাথে ঋণ প্রদানকারীর একটি চুক্তিপত্র যাতে কোম্পানি বা কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের ঋণ পরিশোধের অংগীকার ব্যক্ত করে এবং ঋণ পরিশোধের সকল দায় দায়িত্ব পালনে সম্মতি জ্ঞাপন করে ।

(খ) সরকারী নিশ্চয়তা ঃ

সরকারী নিশ্চয়তাপত্রের বিপরীতে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে। এই নিশ্চয়তাপত্র অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে নির্ধারিত ফরমে হতে হবে।

(গ) ব্যাংক গ্যারান্টি (Bank Guarantee)ঃ

ব্যাংক গ্যারান্টির সংজ্ঞাঃ চুক্তি আইনের আলোকে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে তৃতীয় কোন পক্ষ (ব্যাক্তি/প্রতিষ্ঠান) কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি কার্যে পরিণত করতে ব্যর্থ হলে উক্ত অক্ষম ব্যাক্তি/প্রতিষ্ঠানকে দায়মুক্তির জন্য ব্যাংক কর্তৃক নিশ্চয়তা প্রদান করার প্রতিশ্রুতিকে ব্যাংক গ্যারান্টি বলে। ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যুও নির্দিষ্ট শর্তাবলী থাকে। ব্যাংকের নিকট বিশ্বাস্ত, সুপরিচিত, আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ও লেনদেন সন্তোষজনক এমন গ্রাহকের পক্ষে ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু করা যাবে।

সারসংক্ষেপ :

ঋণের ঝুঁকি প্রশমনের কৌশল হিসেবে ব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতার মধ্যে চুক্তি হতে পারে অথবা ব্যাংক ও ৩য় পক্ষের মধ্যে চুক্তি হতে পারে যা ব্যাংকের ঋণ ঝুঁকি প্রশমনে সহায়তা করে। যেসকল ঋণের অস্তিত্ব রয়েছে সেসকল ঋণের ক্ষেত্রে সঠিক দলিলায়ন ও ঋণ প্রশাসন অর্থাৎ তদারকির কোনো বিকল্প নেই। তারা ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে শুধু গৌণ উৎস হিসেবে কাজ করবে, প্রধান উৎস হিসেবে কখনও দেখা যাবেনা। জামানতি বা গ্যারান্টি প্রায়শঃ সুদীর্ঘ, শ্রমসাধ্য এবং ব্যয় বহুল প্রক্রিয়া। যখন একটি ঋণ জামানত বা গ্যারান্টি দ্বারা আবৃত করা হয় তখন ঋণটি পরিশোধিত হবে বলে ব্যাংক অনেকটা আশাবাদী থাকে।

রেফারেন্স বইসমূহ

- Timothy W. Koch, S. Scott MacDonald, Bank Management, South-Western Cenage Learning, USA
- Peter S. Rose, Commercial Bank Management, Irwin/McGraw-Hill,USA.
- Paul F.Jessup, Bank Management, Holt, Rinehart & Winston, 1969.
- Dr. A R Khan, Bank Management: A Fund Emphasis, Brother's Publications.

ইউনিট-উত্তর মূল্যায়ন

(১) ব্যাংকের ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সাধারনত কি ধরনের ভুল করে থাকে? এই সব ভুল দূর করার জন্য ব্যাংকারদের কি করা উচিত?
(২) ঋণ বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য কী কী?
(৩) ঋণের মৌলিক ইস্যু সমূহ বর্ণনা করুন।
(৪) বানিজ্যিক ঋণ অনুরোধ মূল্যায়নের প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।
(৫) একটি ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষনের জন্য অনুপাত বিশ্লেষনকে কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়?
(৬) ব্যাংকের উচ্চ ঋণ ঝুঁকির সাধারন নির্দেশকসমূহ আলোচনা করুন।
(৭) ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় প্রভিশন, যথাযথ ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি এবং খেলাপী ঋণ ব্যবস্থাপনার ধারণা বর্ণনা করুন।